হাতি আর ইঁদুরদের গল্প



ছবি ও লেখা
মেরিলিন হর্শ

অনুবাদ
স্বপ্না দত্ত



চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লী

ঝিলের ধারে একটা সুন্দর, সাজানো মস্ত বড় শহর ছিল। সেখানে ছিল অনেক মন্দির আর ছিল সুন্দর সুন্দর সব বাড়ী।

শহরের লোকেরা সবাই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতো।

তারপর, অনেক বছর পরে, একদিন সেই শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

শহরের লোকেরা আগেই চলে গিয়েছিল। সংগে নিয়ে গিয়েছিল তাদের গরু, বলদ, ঘোড়া আর হাতিদের।



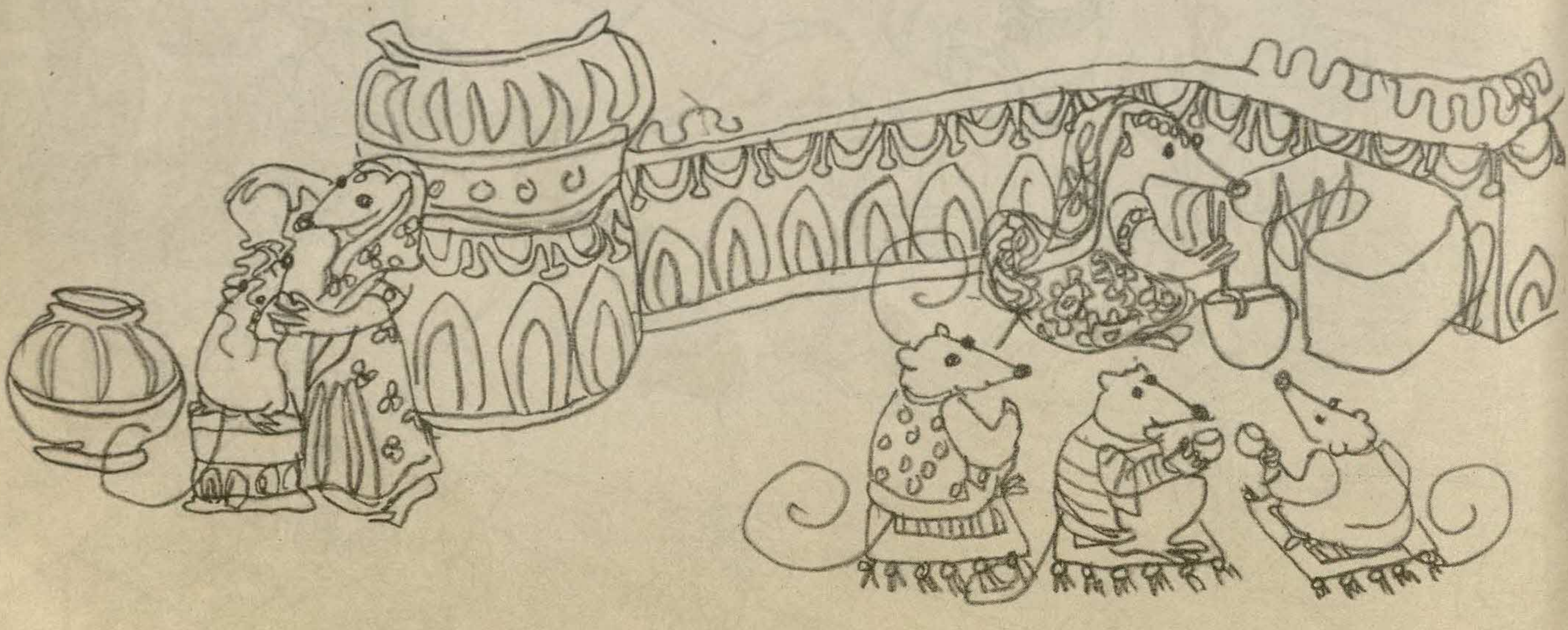


পড়ে থাকল শুধু শহরের সব ইঁদুরেরা। তারা সবাই এসে বাড়ী আর মন্দির-গুলোতে থাকতে শুরু করে দিল। শহরটা হয়ে গেল এক ইঁদুর নগরী !





কিছু দিনের মধ্যেই ইঁদুরে ইঁদুরে চারদিক ছেয়ে গেল। সে কত ইঁদুর গুনে শেষ করা যায় না! ইঁদুরেরা, তাদের গিন্নীরা, তাদের ভাই, বোন, কাকা, কাকী, মামা, মামী, ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, জ্ঞাতী, গুষ্টি আর অজস্র, অসংখ্য ইঁদুর-ছানা!





সবাই মিলে এক সংগে মহা আনন্দে দিন কাটাতো। রোজই প্রায় লেগে থাকত একটা না একটা উৎসব।

বসন্তোৎসব, ফসল তোলার উৎসব, বিয়ে—আরো কত কি !

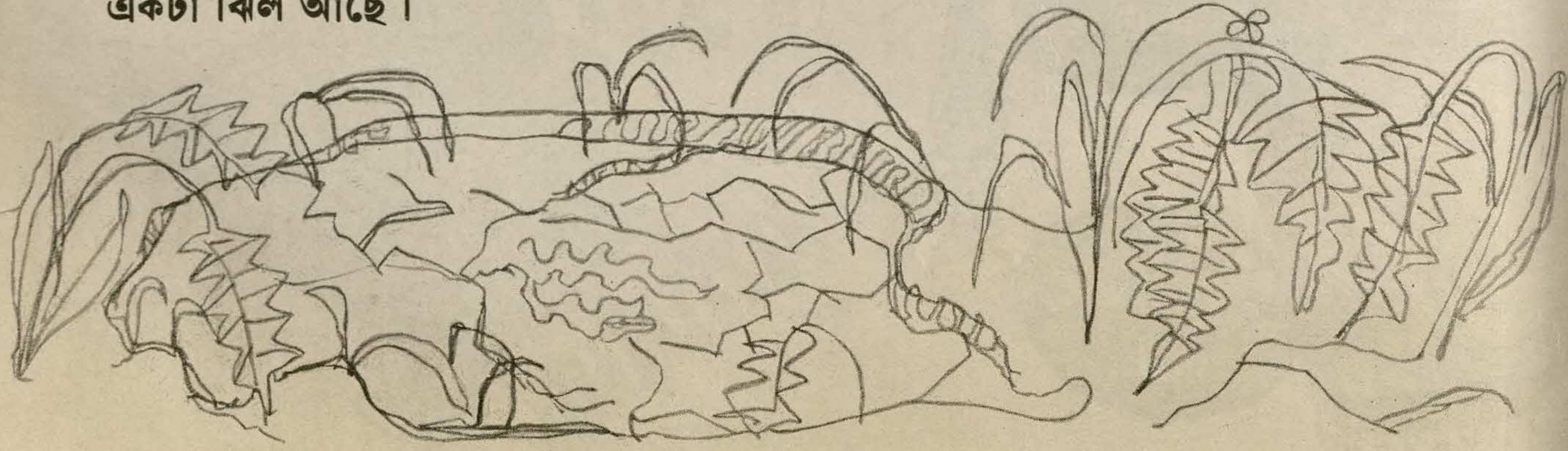




ইঁদুরদের এই শহর থেকে অনেক দূরে এক জঙ্গলে একদল হাতি থাকত। মস্ত বড় দল। তাদের রাজা ছিল প্রকাণ্ড দাঁত-ওয়ালা এক হাতি। গজরাজ ভারী ভাল আর দয়ালু ছিল। দলের উপর খুব ভাল করে রাজত্ব চালাত সে। তাই সব হাতিরাই তাকে ভালবাসত।

জঙ্গলের এই হাতিরা তো মহা আনন্দে ছিল, কিন্তু হঠাৎ তাদের সামনে এসে পড়ল এক বিষম বিপদ। অনেক বছরের অনাবৃষ্টির ফলে সব নদী আর পুকুর গেল শুকিয়ে। তাদের খাবার জন্য আর জলই রইল না।

হাতিরা দূর দূরান্তরে বেরিয়ে পড়ল জলের খোঁজে। তাদেরই মধ্যে একজন এসে গজরাজকে খবর দিল যে সে একটা পোড়ো শহর দেখে এসেছে, যার পাশে একটা ঝিল আছে।



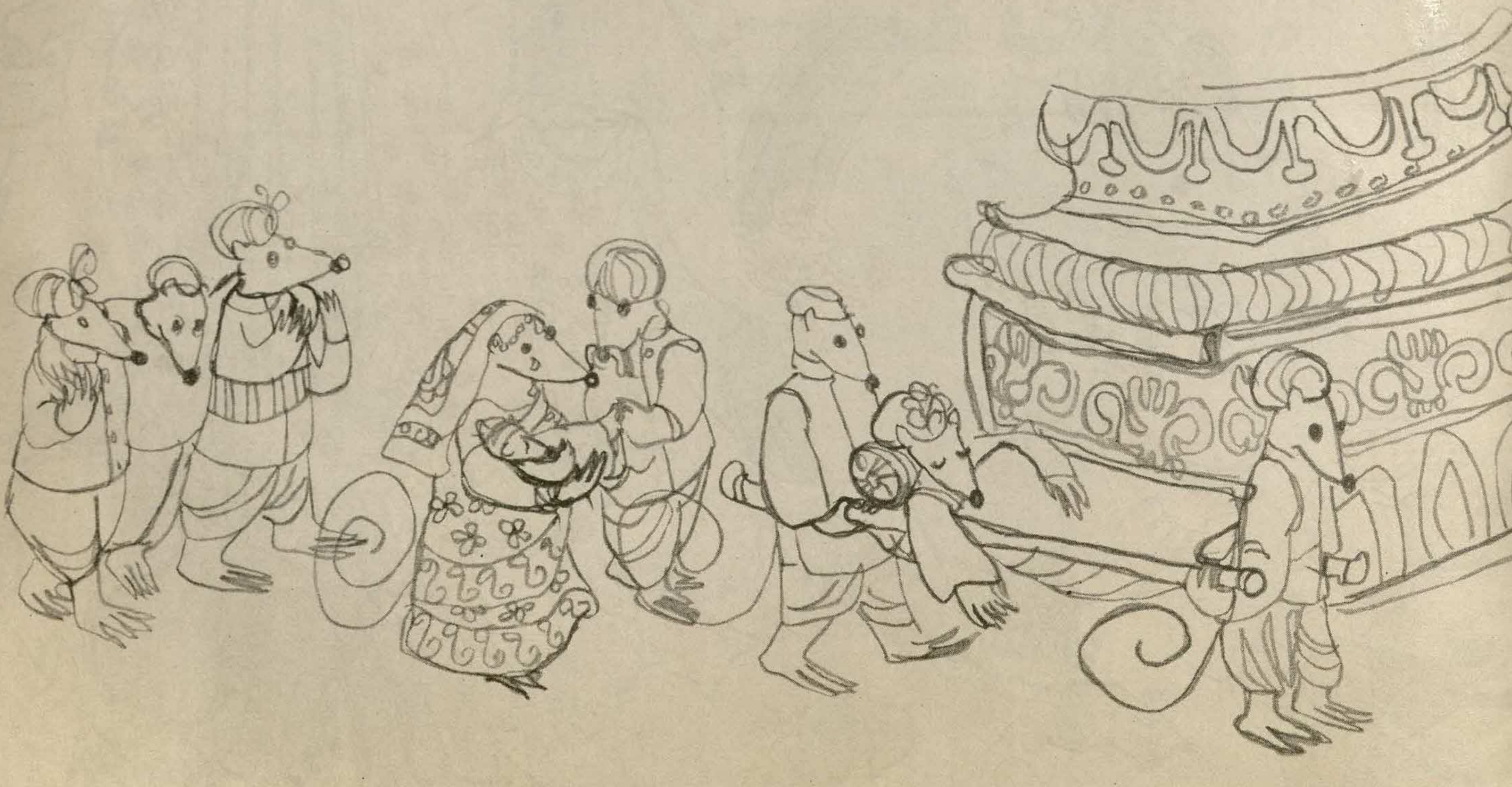


গজরাজ তো মহা খুসী। সে পুরো দলটি নিয়ে রওনা হল ঝিলের দিকে। যাবার পথে তাদের ইঁদুরদের শহরটার মধ্যে দিয়ে যেতে হল। তেষ্টায় কাতর হাতিরা দ্রুত যাবার সময় টেরই পেল না যে হাজার হাজার ইঁদুর তাদের পায়ের চাপে মারা পড়েছে। আর বেশ কয়েক হাজার হয়েছে আহত। ইঁদুরদের ডাক্তার আর নার্সেরা মিলে মৃতপ্রায় আর আহতদের বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু হাতিরা সমানেই শহরের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলার ফলে আরো অনেক, অনেক ইঁদুর মারা পড়তেই থাকল, আহতও হল।





হাতিদের হাত থেকে নিজেদের কি করে বাঁচাবে ? এ রকম বিপদের মুখে ইঁদুরেরা এর আগে কখনও পড়ে নি। তারা আর করেই বা কি ?





ইঁদুরেরা সব এক জায়গায় জড়ো হয়ে কি করা যায় তাই আলোচনা করতে বসল। বৃদ্ধ, চালাক একটি ইঁদুর পরামর্শ দিল গজরাজের কাছে গিয়ে বিচার চাইতে। হয়ত সে হাতির দলকে তাদের শহরের মধ্যে দিয়ে যেতে বারণ করে দিতেও পারে।

ইঁদুরদের এই পরামর্শটি খুব পছন্দ হল। তারা তিনজন ইঁদুরকে বেছে নিল তাদের মুখপাত্র হয়ে যাবার জন্য।





এই তিনজন গজরাজের কাছে গিয়ে নত হয়ে বলল—'মহারাজ ! আপনি কত বড় আর শক্তিশালী ! আপনার হাতির দলটি আমাদের শহরের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় যে আমাদের কতখানি ক্ষতি করেছে তা হয়ত আপনি টেরই পান নি ! আমরা বড্ড ছোট্ট কিনা, তাই আপনাদের পায়ের চাপে একেবারে পিষে যাই। আমাদের মধ্যে অনেক হাজার ইঁদুর তো মারাই পড়েছে। আরো অনেকের খুব চোট লেগেছে।'

'সেজন্য আমাদের বড্ড ভয় হয়েছে। আবার যদি আপনারা আমাদের শহরের মধ্যে দিয়ে যান, তাহলে আর আমরা কেউই প্রাণে বেঁচে থাকব না। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা জানাতে এসেছি, দয়া করে আপনারা অন্য কোন পথ দিয়ে আপনাদের জঙ্গলে ফিরে যান। তাহলে আমরা আপনার আর আপনার দলটির প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকব। স্বীকার করছি, আমরা ছোট প্রাণী, কিন্তু হয়ত কোনদিন আমরা আপনাদের কাজে লাগতে পারি।'

গজরাজের মনে দয়া হল।





'তোমরা ঠিক কথাই বলেছ', সে ইঁদুরদের বলল, 'যাও, ফিরে গিয়ে শান্তিতে থাক। তোমাদের যাতে আর কোন ক্ষতি না হয় তা আমি দেখব।'

অনেক বছর পরে, কাছাকাছি আর এক দেশের রাজার নিজের সৈন্যদের জন্য হাতির দরকার পড়ল।





সেই রাজা চারদিকে লোক পাঠাল হাতি ধরার জন্য।

যে জঙ্গলে গজরাজ তার দলবল নিয়ে থাকত, রাজার লোকেরা এসে পড়ল সেই জঙ্গলে। এত হাতি দেখে তারা তো মহা খুশী।

লোকেরা মস্ত বড় সব গর্ত খুঁড়ে সেগুলো ডালপালা দিয়ে ঢাকা দিয়ে ফেলল। আসলে এগুলো ছিল হাতি ধরার ফাঁদ।





গজরাজ আর তার দলের বহু হাতি এই গর্তগুলোর মধ্যে পড়ে গেল। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তারা আর কিছুতেই বেরোতে পারল না।

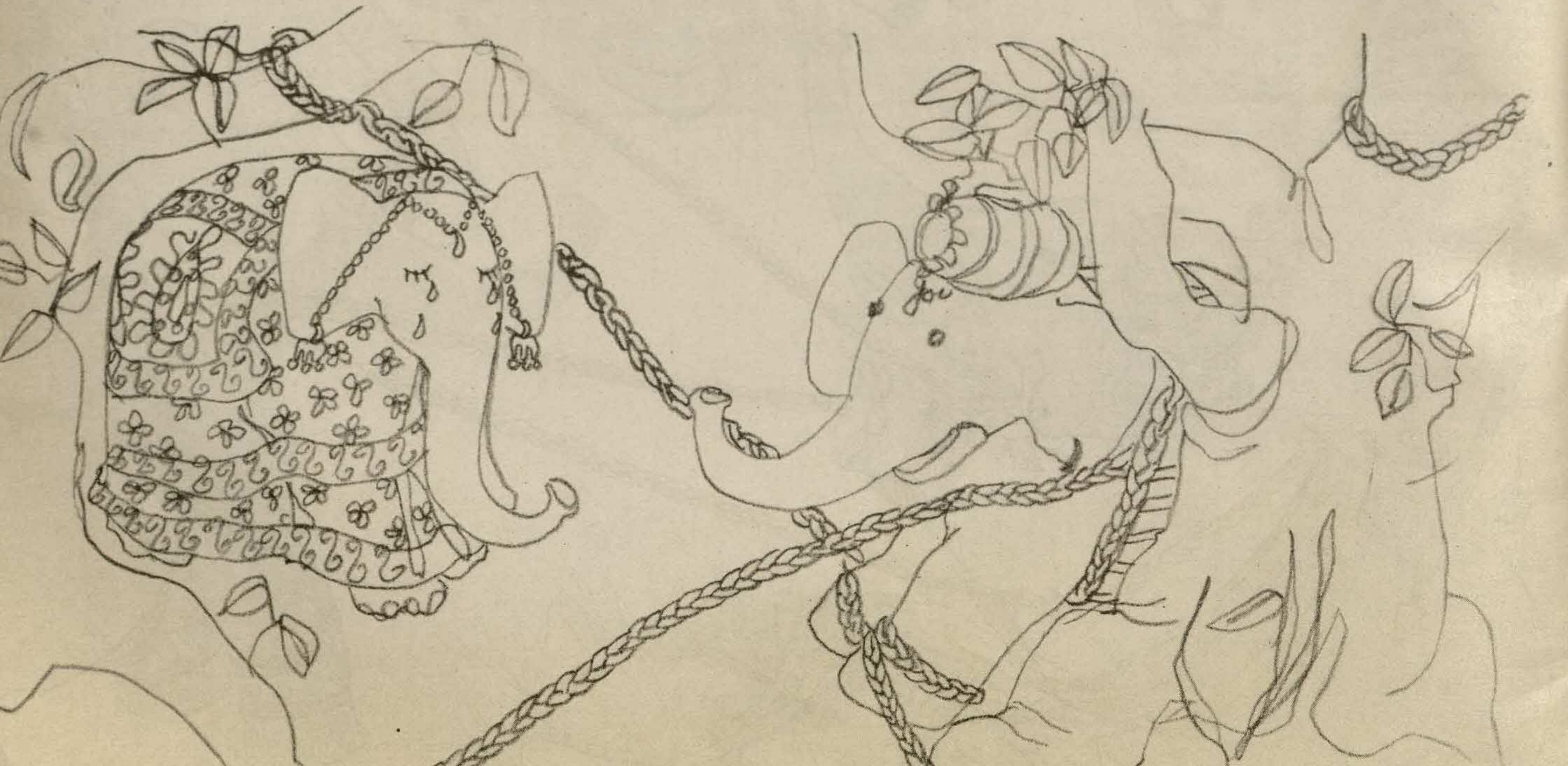
লোকেরা ততক্ষণে কতগুলো পোষা হাতি নিয়ে ফিরে এসেছিল। এবার তারা আটকে পড়া হাতিদের দড়ি দিয়ে গর্ত থেকে টেনে তুলল। তারপর তাদের গাছের সংগে শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

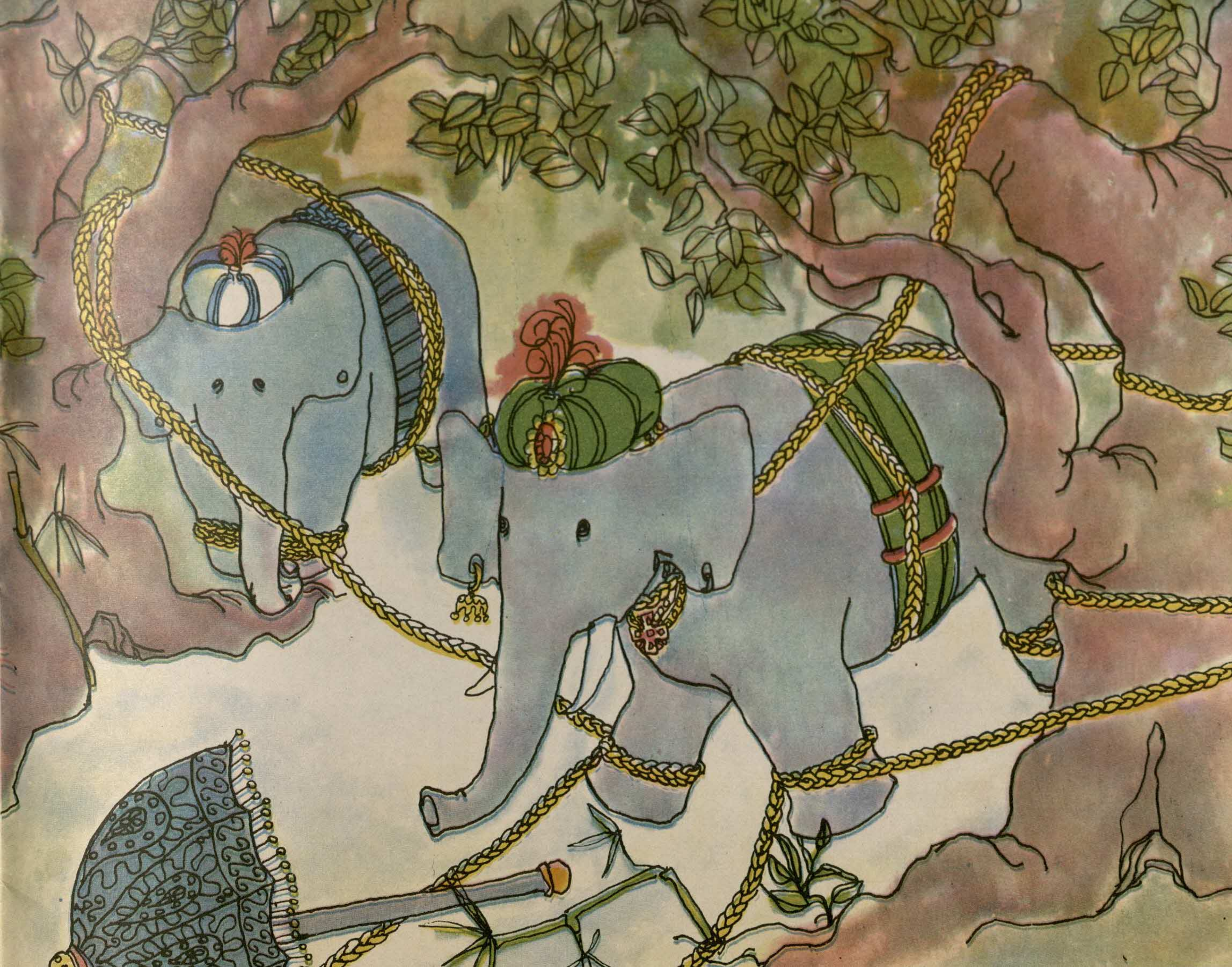
লোকগুলো এবার পোষা হাতিদের নিয়ে ফিরে গেল রাজার কাছে খবর দিতে।





ওদিকে বন্দী হাতিগুলোর তখন করুণ অবস্থা। দলের এতগুলো হাতিকে নিজের সংগে আটকা পড়তে দেখে গজরাজের মনে খুবই দুঃখ হল। পালাবার পথই বা কোথায় ? অনেক ভেবেও গজরাজ একটিও উপায় ঠিক করতে পারল না।



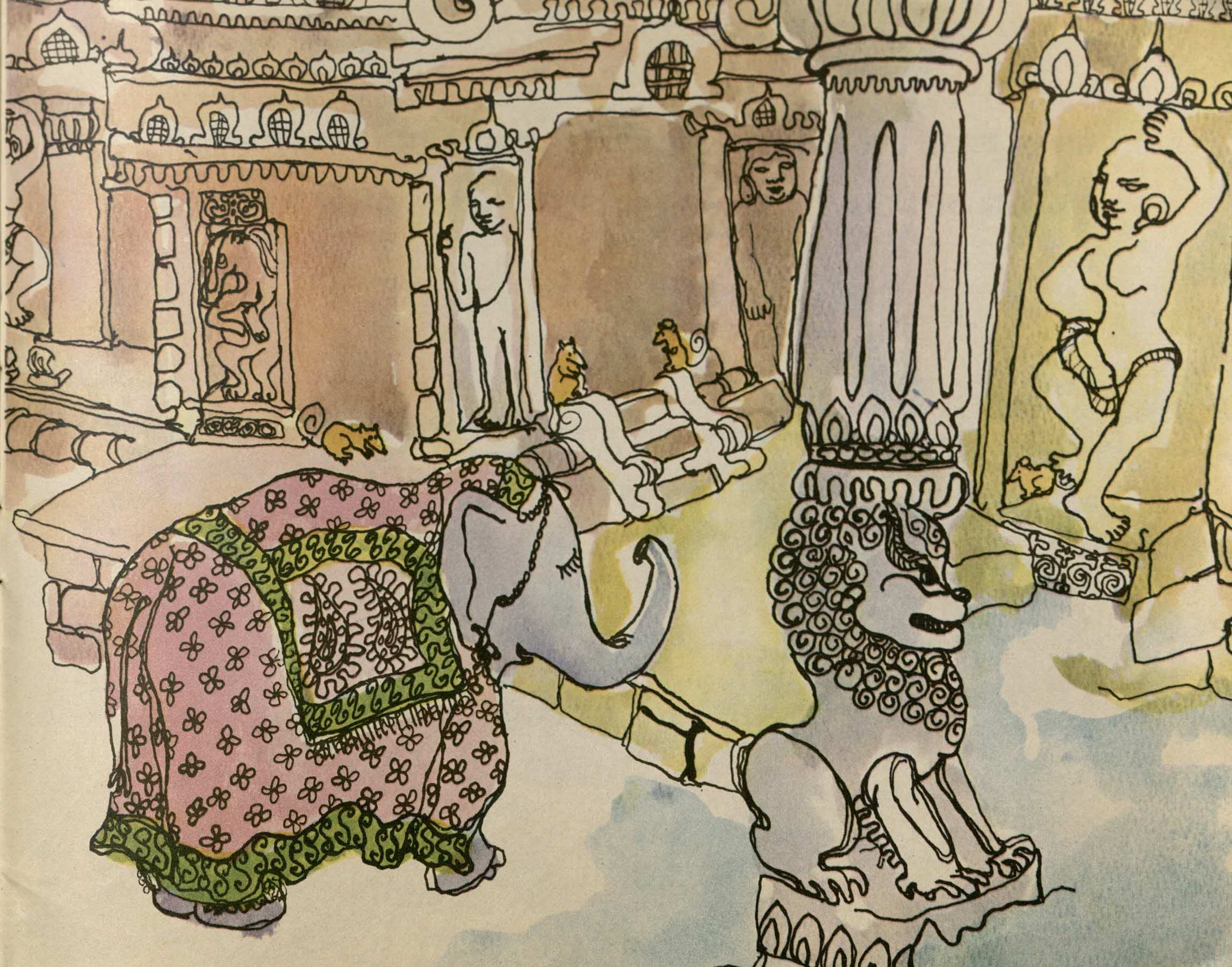


তখন হঠাৎ তার ইঁদুরদের কথা মনে পড়ল। তারা তো কথা দিয়েছিল যে দরকার হলে সাহায্য করবে।

গজরাজ তার রাণীকে ডেকে পাঠাল। রাণী ফাঁদে আটকা পড়েনি। গজরাজ তাকে বলল তাড়াতাড়ি ইঁদুরদের শহরে গিয়ে তাদের সব কথা জানাতে।

রাণী তক্ষুণি ছুটে গেল ইঁদুরদের কাছে। হাতিদের বিপদের কথা শুনে তারাও দুঃখিত হল। তারপর রাণীকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আমরা হাতি-বন্ধুদের নিশ্চয়ই সাহায্য করব।'





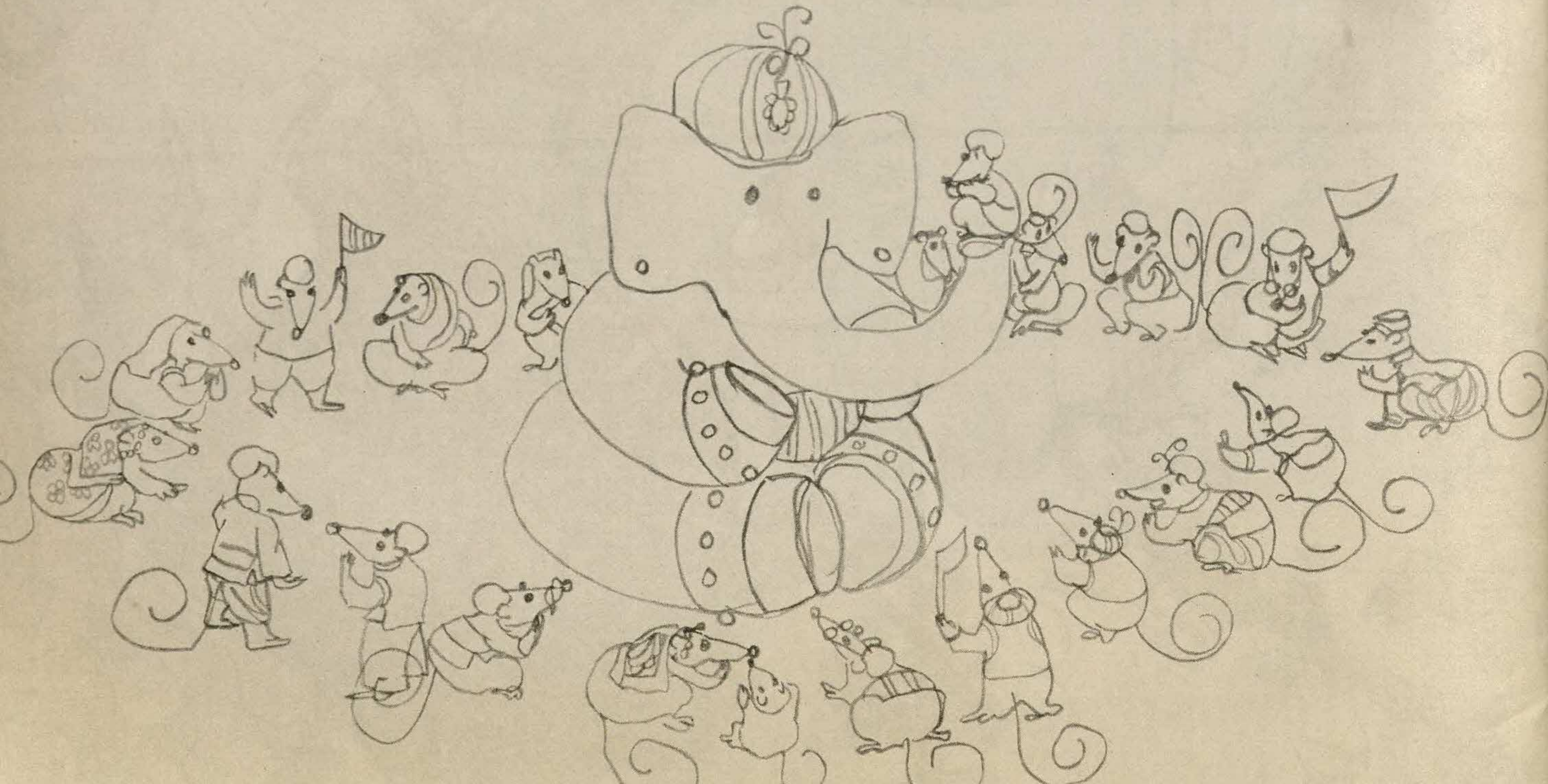
তারপর হাজার হাজার ইঁদুরেরা ছুটে চলল হাতিদের কাছে। তাদের ধারালো দাঁত দিয়ে তারা হাতি-বাঁধা দড়িগুলো সব কেটে ফেলল। হাতিরা এবারে মুক্ত হল।

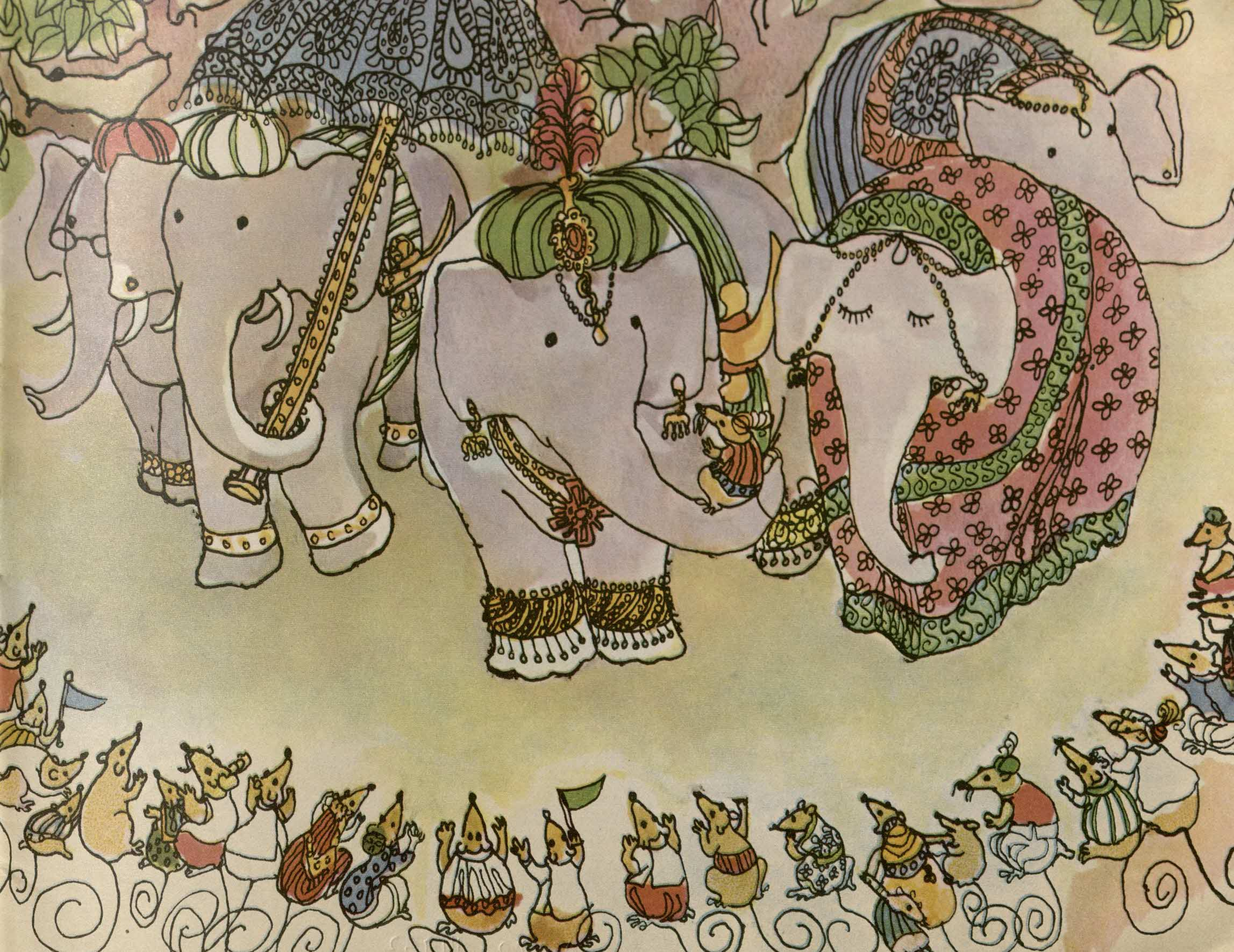




তখন চারদিকে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। গজরাজের দয়ার ঋণ এতদিনে শোধ করতে পেরে ইঁদুররাও খুব খুশী হল।

একটি ইঁদুর গজরাজের শুঁড় বেয়ে উঠে বলল, 'এবারে আমরা সত্যিকারের বন্ধু হলাম। একবার আপনি আমাদের দয়া করেছিলেন। এতদিনে আমরা তার





প্রতিদান দেবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হলাম।'

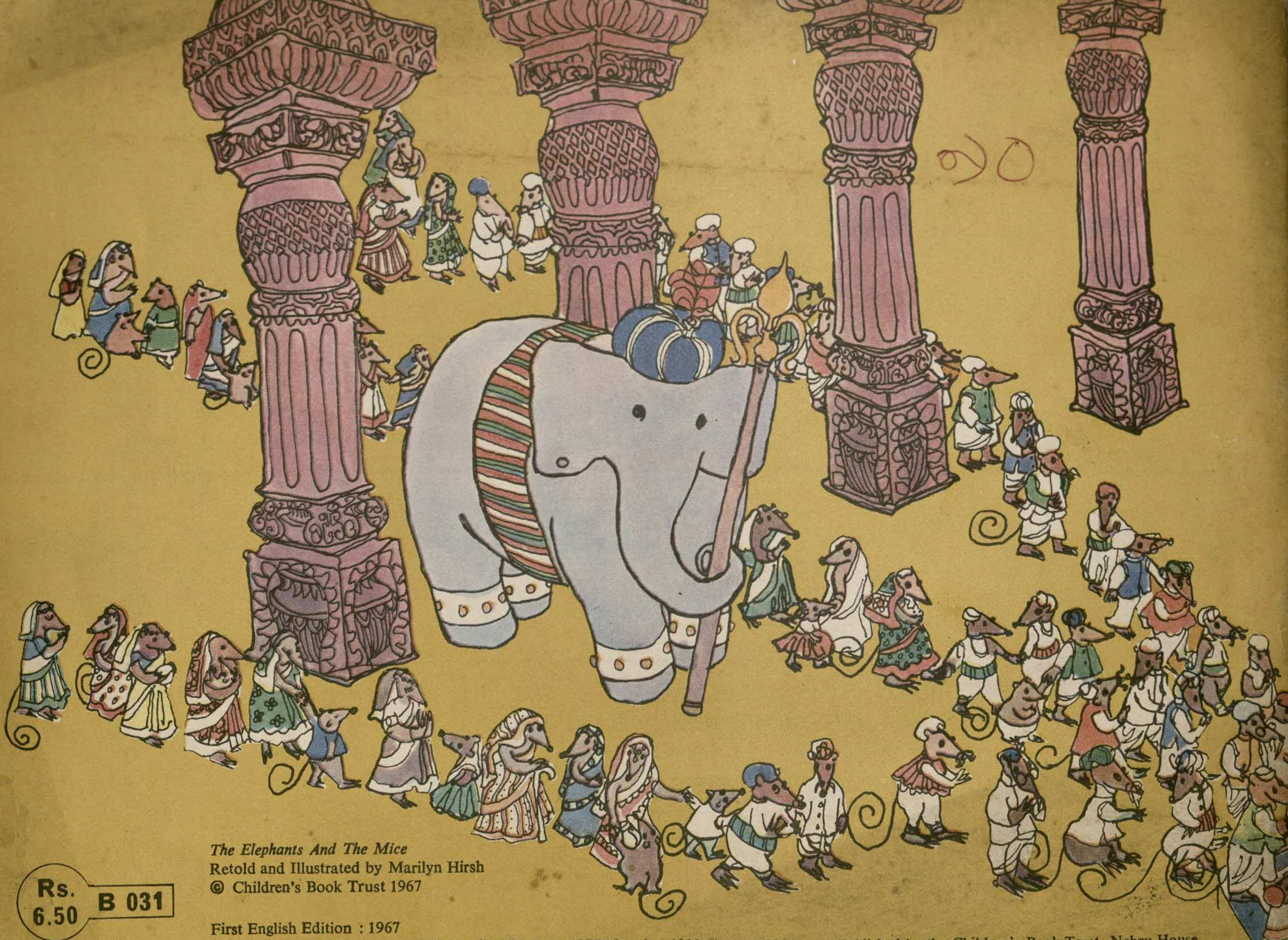
ইঁদুরেরা আর হাতিরা এবার একসংগে উৎসবে মেতে উঠল।

সবাই তখন একসংগে বলে উঠল—'এটাই আমাদের সবচেয়ে আনন্দের উৎসব।

কারণ এটা ইঁদুর আর হাতিদের মিতালির আনন্দোৎসব কিনা।'







The Elephants And The Mice
Retold and Illustrated by Marilyn Hirsh

Rs. 6.50 B 031

First English Edition : 1967
Reprint : June 1968, August 1970, April 1974, June 1977, October 1980, August 1984.

Hati Aar Indurdev Galpa : Bengali translation Sapana Dutt
First Bengali Edition : August 1984.

Published by the Children's Book Trust, Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi, and printed at the Trust's press, the Indraprastha Press, New Delhi